রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, ফেব্রুয়ারি ২৩, ২০১০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়

পরিবেশ শাখা-১

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১০

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (Climate Change Trust Fund) নীতিমালা

নং পবম/পরিবেশ শাখা-১/৩/ক্লাইমেট চেঞ্জ ট্রাস্ট ফান্ড-১৭/২০০৯/১৪৩—বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার জন্য সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের লক্ষ্যে "জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নীতিমালা" মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে, যা নিম্নরূপ ঃ

পটভূমি

১.১ জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় হুমকি এবং একটি বহুমাত্রিক উন্নয়ন চ্যালেঞ্জ। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বব্যাপি উষ্ণায়ন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বৃদ্ধি, আবহাওয়ার উপাদানসমূহে পরিবর্তনসহ সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাইতেছে এবং ইহার প্রভাবে পরিবেশ বিপর্যয়সহ জীবন ও জীবিকা আজ বিপন্ন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট এই বিপন্নতা ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক অবস্থা ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ের উপর নির্ভরশীল, ফলে বিপন্নতার ধরন ও মাত্রা বিভিন্ন স্থানে ও জনগোষ্ঠিতে বিভিন্ন রকম।

১.২ দীর্ঘ নিচু উপকূলীয় অঞ্চল, অত্যধিক জনসংখ্যা, দুর্বল অর্থনৈতিক ভিত্তি, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর অধিক নির্ভরশীলতা ইত্যাদি কারণে অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনে অনেক বেশী নাজুক। বাংলাদেশে ইতোমধ্যে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব পরিলক্ষিত হইতেছে। বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের প্রবণতা বৃদ্ধি, সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে জোয়ারের দীর্ঘস্থায়িত্ব, লবণাক্ততা, সুন্দরবনে সুন্দরী গাছের মড়ক, উত্তরাঞ্চলে মরুময়তা জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের লক্ষণ।

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

১.৩ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশে বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসের প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় আর্থ সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হওয়াসহ জীবনযাত্রা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ভয়াবহ প্রভাব মোকাবেলার জন্য বাংলাদেশকে এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে হইবে। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং এ প্রভাব হ্রাস করার লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণকল্পে Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan 2009 প্রণয়ন করা হইয়াছে।

১.৪ সরকার প্রণীত Climate Change Strategy and Action Plan 2009 এর বাস্তবায়নে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড ব্যবহৃত হইবে।

১.৫ The Trust Act 1882 এর বিধিবিধান অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড পরিচালিত হইবে।

১.৬ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড নিজ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করা হইতেছে। ইহার সাথে বহুজাতিক ট্রাস্ট ফান্ড অথবা বৈদেশিক সহায়তার কোন সম্পর্ক নাই।

২.০ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের লক্ষ্য

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলের জনসাধারণের/জনগোষ্ঠীর খাপ খাওয়ানোর সক্ষমতা বৃদ্ধি, জীবন-জীবিকার মানোন্নয়ন ও দীর্ঘমেয়াদি ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।

৩.০ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের উদ্দেশ্য

(ক) সরকারের উন্নয়ন/অনুন্নয়ন বাজেটের বাহিরে বিশেষ ক্ষেত্র হিসাবে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় এই ট্রাস্ট ফান্ড ব্যবহৃত হইবে;

(খ) জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত বিশেষ কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(গ) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় তৃণমূল পর্যায়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধি ও মানব সম্পদ উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্প/কর্মসূচী গ্রহণ;

(ঘ) জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় Adaptation, Mitigation, Technology Transfer ও Finance and Investment এর ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক গবেষণা (Action Research) করা এবং গবেষণালব্ধ ফলাফলের আলোকে উপযুক্ত dissemination সহ/পাইলট কর্মসূচী গ্রহণ ও বস্তবায়ন করা;

(ঙ) জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো এবং ক্ষতিগ্রস্ততা মোকাবেলার জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন মেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং এর ভিত্তিতে কর্মসূচী/প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন;

(চ) পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত Climate Change Unit সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে এবং পরিবেশ অধিদপ্তরে গঠিত জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত Climate Change Cell/Focal Point কে কার্যকর ভূমিকা রাখিতে সহায়তা করা;

(চ) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট সম্ভাব্য পরিবেশ বিপর্যয় সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি ও বিপর্যয় মোকাবেলার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক/সামাজিক/স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে উপযুক্ত কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়নে সহায়তা করা;

(জ) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট যে কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী জরুরী কার্যক্রমে সহায়তা করা।

৪.০ প্রকল্প প্রণয়ন, গ্রহণ ও বাস্তবায়ন পদ্ধতি

(ক) সরকারের চলমান উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন কর্মসূচীর অতিরিক্ত হিসাবে জলবায়ু পরিবর্তন সংশ্লিষ্ট বিশেষ কর্মসূচী বাস্তবায়নকল্পে জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হইবে। Climate Change Strategy and Action Plan-2009 এর আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ বেসরকারী গবেষণা ইনস্টিটিউট/সংস্থা এ সংক্রান্ত প্রকল্প/কর্মসূচী প্রণয়ন করে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ে দাখিল করিবে;

(খ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা কর্তৃক এ সংক্রান্ত প্রকল্প/কর্মসূচী Climate Change সংক্রান্ত গাইডলাইন অনুসারে বাস্তবায়ন করা হইবে। ট্রাস্টী বোর্ডের নির্দেশ পালন করিয়া প্রকল্প/কর্মসূচী তৈরী করা হইবে;

(গ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলার জন্য Adaptation, Mitigation, Technology Transfer ও Finance and Investment এর জন্য বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুসারে গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডে অর্থ বরাদ্দ করা হইবে;

(ঘ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে জনসচেতনতামূলক প্রচার প্রচারণায় বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা অনুসারে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হইবে; এবং

(ঙ) টেকসই দুর্যোগ পুনরুদ্ধার (sustainable disaster recovery) এবং দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস (disaster risk reduction) করার লক্ষ্যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপ/ট্রেনিং ইত্যাদির আয়োজনে বোর্ড কর্তৃক প্রণীত নীতিমালার অনুসরণে অর্থ বরাদ্দ করা হইবে।

৫.০ নীতিনির্ধারণী, অনুমোদনকারী এবং কারিগরি কর্তৃপক্ষ

জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (Climate Change Trust Fund) নীতিমালার আওতায় একটি ট্রাস্টী বোর্ড ও একটি কারিগরি কমিটি থাকিবে। ট্রাস্টী বোর্ডের চেয়ারম্যান হইবেন পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী এবং কারিগরি কমিটির আহ্বায়ক হইবেন সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়।

(ক) ট্রাস্টী বোর্ড "জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড" সার্বিকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করিবে এবং জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের ফান্ডের অর্থে গৃহীতব্য প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়নে নীতিনির্ধারণ ও দিক নির্দেশনা ও প্রকল্প/কর্মসূচীর চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করিবে;

(খ) কারিগরি কমিটি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থা কর্তৃক দাখিলকৃত প্রকল্প/কর্মসূচী মূল্যায়নপূর্বক সুপারিশ প্রণয়ন করিবে।

৬.০ ট্রাস্টী বোর্ডের গঠন

ট্রাস্টী বোর্ড নিম্নবর্ণিতভাবে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(১)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়		চেয়ারম্যান
(২)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৪)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৫)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৬)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৭)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৮)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, নৌ-পরিবহণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৯)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(১০)	মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(১১)	মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ	-	সদস্য
(১২)	গভর্ণর, বাংলাদেশ ব্যাংক	-	সদস্য
(১৩)	সচিব , অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(১৪)-(১৫)	জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ০২ জন (সরকার কর্তৃক মনোনীত)	-	সদস্য

৬.১ Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan-2009 অনুযায়ী পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় সৃষ্ট Climate Change Unit বোর্ডের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবে।

৬.২ ৬.০ অনুচ্ছেদের ১৪-১৫ ক্রমিকে মনোনীত সদস্য মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

৬.৩ সদস্যের শূন্য পদ পূরণ

কোন সদস্যের শূন্যপদ সরকার কর্তৃক মনোনয়নের মাধ্যমে পূরণ করা হইবে।

৬.৪ সদস্যপদ বাতিল

কোন সদস্যের কর্মসম্পাদন সন্তোষজনক না হইলে সরকার কোন কারণ দর্শানো ছাড়াই তাহার সদস্যপদ বাতিল করিতে পারিবে।

৬.৫ ট্রাস্টী বোর্ডের কার্যাবলী

ট্রাস্টী বোর্ডের কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড কার্যক্রম সার্বিকভাবে পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ;

(খ) সরকার কর্তৃক প্রণীত Climate Change Strategy and Action Plan-2009 বাস্তবায়নের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের সর্বোচ্চ ৬৬% অর্থ ব্যবহারের নিমিত্ত প্রকল্প/কর্মসূচী অনুমোদন এবং কারিগরি কমিটি কর্তৃক সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে মোট তহবিলের সর্বোচ্চ ৬৬% অর্থ এবং জমাকৃত ৩৪% অর্থ হতে সুদের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নসহ প্রকল্প/কর্মসূচীর অনুকূলে ছাড়করণ;

(গ) নীতিমালা অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অবশিষ্ট ৩৪% অর্থ বিনিয়োগের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ;

(ঘ) জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের অর্থ দ্বারা গৃহীতব্য প্রকল্প/কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান ও নীতিমালা প্রস্তুতকরণ;

(ঙ) দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প ও কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, অর্থায়ন এবং বাজেট পরিকল্পনা সম্পর্কে কারিগরি কমিটিকে দিক নির্দেশনা প্রদান;

(চ) জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব প্রতিকারে ব্যবহারিক গবেষণা (action research) পরিচালনায় কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুমোদন;

(ছ) সরকারের অর্থায়ন ব্যতীত অন্যান্য উৎস হইতে অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে বিভিন্ন দাতা দেশ/সংস্থার সাথে যোগাযোগ, অর্থায়ন প্রাপ্তির উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ;

(জ) সামগ্রিক মূল্যায়ন টিম গঠন (Evaluation Team) এবং প্রতি বছর ন্যূনতম একবার মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরিমার্জন ও অনুমোদন;

(ঝ) কারিগরি কমিটির সুপারিশক্রমে গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচীর সমস্যা নিরসন এবং এ লক্ষ্যে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের জন্য সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/ওয়ার্কশপ এর আয়োজনের প্রস্তাব অনুমোদন;

(ঞ) প্রকল্প/কর্মসূচীসমূহ কারিগরি কমিটির সুপারিশ অনুসারে প্রয়োজনীয় সংশোধনের নির্দেশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রদান;

(ট) গৃহীত প্রকল্প/কর্মসূচী বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধানকল্পে নীতিমালা প্রণয়ন;

(ঠ) উপরি-উক্ত কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য যে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ নীতিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য যে কোন কাজ সম্পন্ন করণ;

(ড) কোন আর্থিক বছরে যথাযথ প্রকল্প/কর্মসূচী প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ এবং অনুমোদনসহ বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্নকরণ সম্ভব না হইলে অব্যবহৃত অর্থ তহবিলে স্থানান্তরকরণ;

(ঢ) ট্রাস্টী বোর্ডের প্রয়োজনে বিশেষ কোন বিশেষজ্ঞের সহায়তা গ্রহণ।

৬.৬ বোর্ডের সভা

(ক) বোর্ডের সভা, চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে, চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে;

(খ) চেয়ারম্যান বোর্ডের সভায় সভাপতিত্ব করিবেন;

(গ) ন্যূনতম প্রতি তিন মাসে একবার অথবা চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে প্রয়োজনে যে কোন সময় সভা আহ্বান করা যাইবে;

(ঘ) বোর্ডের সভার কোরামের জন্য মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হইবে, তবে মূলতবী সভার ক্ষেত্রে কোন কোরামের প্রয়োজন হইবে না।

৭.০ কারিগরি কমিটির গঠন

কারিগরি কমিটি নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে, যথা ঃ—

(১)	সচিব, পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	আহ্বায়ক
(২)	যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন), পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়	-	সদস্য
(৩)	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের Climate Change Cell-এর প্রতিনিধি /Focal Point		সদস্য
(৪)	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত উক্ত মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা উইং এর প্রতিনিধি।		সদস্য
(৫)	পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট সেক্টরের প্রতিনিধি	-	সদস্য
(৬)-(৭)	পরিবেশ অধিদপ্তর এর ০২ জন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি (পরিচালক, কারিগরি)।	-	সদস্য
(৮)-(৯)	সরকার কর্তৃক মনোনীত জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রকল্প বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সামাজিক প্রতিষ্ঠান/এনজিও/বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি ০২ জন (সরকার কর্তৃক মনোনীত)।	-	সদস্য
(১০)	CEGIS এর একজন প্রতিনিধি	-	সদস্য
(১১)	বন বিভাগের ০১ জন প্রতিনিধি	-	সদস্য

৭.১ Climate Change Unit (BCCSAP-2009 অনুযায়ী) এর প্রধান কারিগরি কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করিবে।

৭.২.৭.০ (৮-৯) ক্রমিকে মনোনীত সদস্য মনোনয়নের তারিখ হইতে তিন বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে বহাল থাকিবেন।

৭.৩ কারিগরি কমিটির কার্যাবলী

কারিগরি কমিটির কার্যাবলী হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত বার্ষিক বাজেট, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও ট্রাস্টী বোর্ডের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

(খ) জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফাণ্ড এর অর্থ দ্বারা গৃহিতব্য প্রকল্প/কর্মসূচী প্রণয়নের জন্য ট্রাস্টী বোর্ডের নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ ও নীতিমালা প্রস্তুত করণে বোর্ডকে সহায়তা দান;

(গ) গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়ন তত্ত্বাবধানকল্পে নীতিমালা প্রণয়নে বোর্ডকে সহায়তা দান;

(ঘ) ট্রাস্টী বোর্ডের নিকট উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক দাখিলকৃত কর্মসূচী/প্রকল্প যাচাই-বাছাই ও সুপারিশকরণ;

(ঙ) যাচাই-বাছাই সংক্রান্ত প্রয়োজনে উপযুক্ত সাব-কমিটি গঠন;

(চ) ট্রাস্টী বোর্ডের চাহিদা অনুসারে সকল প্রকার কারিগরি সহায়তা দান;

(ছ) ট্রাস্টী বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত অন্য যে কোন দায়িত্ব পালন এবং

(জ) কারিগরি কমিটির প্রয়োজনে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞের সহায়তা গ্রহণ।

৭.৪ কারিগরি কমিটির সভা

(ক) কারিগরি কমিটির সভা, আহবায়কের সম্মতিক্রমে আহুত হইবে এবং আহবায়ক কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও সময়ে অনুষ্ঠিত হইবে;

(খ) কারিগরি কমিটির আহবায়ক সভায় সভাপতিত্ব করিবেন;

(গ) কারিগরি কমিটির সভার সিদ্ধান্তের বিষয়ে বোর্ডকে অবহিত রাখিতে হইবে এবং বোর্ডের সুনির্দিষ্ট পরামর্শ থাকিলে কমিটি তা অনুসরণ করিবে।

৮.০ ট্রাস্টের তহবিল

(১) ট্রাস্টের একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত অর্থ জমা হইবে, যথা ঃ—

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত জাতীয় বাজেট হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(খ) দাতা দেশ, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(গ) দেশী ও বিদেশী উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ;

(ঘ) এ তহবিলের বিনিয়োগ হইতে আহরিত অর্থ;

(ঙ) অন্য কোন উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) এই তহবিল ট্রাস্টের নামে কোন তফসিলি ব্যাংকে জমা রাখা হইবে এবং ট্রাস্টী বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উঠানো যাইবে।

(৩) প্রত্যেক বৎসর সরকারী অনুদান হইতে সর্বোচ্চ ৬৬% ট্রাস্ট ফাণ্ডের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রকল্পে/কর্মসূচীতে ব্যয় করা যাইবে এবং ন্যূনতম ৩৪% এবং অব্যায়িত অর্থ তহবিলে জমা হইবে। জমাকৃত অর্থের মুনাফা বা অর্জিত সুদ হইতে মানসম্পন্ন প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ প্রদান করা হইবে।

(৪) এই তহবিল হইতে ট্রাস্টের প্রয়োজনীয় ব্যয়-নির্বাহ করা হইবে।

৮.১ ব্যাংক একাউন্ট

বোর্ড অব ট্রাস্টীর অনুমোদনক্রমে সুনির্দিষ্ট ব্যাংক হিসাব (ব্যাংক একাউন্ট) খোলা হইবে এবং ট্রাস্টী বোর্ডের চেয়ারম্যান এবং সংশ্লিষ্ট অন্য একজনের যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালিত হইবে। বোর্ড অব ট্রাস্টীর অনুমোদনক্রমে ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট সকল কার্যক্রম সম্পাদিত হইবে।

৯.০ বাজেট

ট্রাস্ট প্রতিবৎসর সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরবর্তী অর্থ বৎসরের বার্ষিক বাজেট বিবরণী (ট্রাস্ট ফাণ্ড সংক্রান্ত) সরকারের নিকট পেশ করিবে এবং উহাতে উক্ত অর্থ বৎসরে সরকারের নিকট হইতে ট্রাস্টের কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহার উল্লেখ থাকিবে।

১০.০ হিসাব রক্ষণ ও নিরীক্ষা

(১) ট্রাস্ট উহার আয়-ব্যয়ের যথাযথ হিসাব রক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক প্রতি বৎসর ট্রাস্টের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা রিপোর্টের অনুলিপি সরকার ও বোর্ডের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) মোতাবেক হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক কিংবা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ট্রাস্টের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভাণ্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন।

১১.০ ক্ষমতা অর্পণ

বোর্ড উহার যে কোন ক্ষমতা, প্রয়োজনবোধে এবং নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য, বা অন্য কোন কর্মকর্তার নিকট অর্পণ করিতে পারিবে।

১২.০ The Trust Act, 1882 এর আওতায় ট্রাস্ট দলিল যথাসময়ে নিবন্ধন করা হইবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

ড. মিহির কান্তি মজুমদার
সচিব।

মোঃ মাছুম খান (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ মজিবুর রহমান (যুগ্ম-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। www.bgpress.gov.bd